Language: বাংলা

Book: Jonah

Jonah

Chapter 1

1 সদাপ্রভুর এই বাক্য অমিত্তয়ের ছেলে যোনার কাছে উপস্থিত হল, 2 "তুমি ওঠ, নীনবীতে, সেই মহানগরে যাও, আর নগরের বিরুদ্ধে ঘোষণা
কর, কারণ তাদের দুষ্টতা আমার সামনে প্রকাশিত হয়েছে।" 3 কিন্তু যোনা সদাপ্রভুর সামনে থেকে তর্শীশে পালাবার জন্য উঠলেন; তিনি
যাফোতে নেমে গিয়ে, তর্শীশে যাবে এমন এক জাহাজ পেলেন; তখন জাহাজের ভাড়া দিয়ে সদাপ্রভুর সামনে থেকে নাবিকদের সঙ্গে তর্শীশে
যাবার জন্য সেই জাহাজে প্রবেশ করলেন। 4 কিন্তু সদাপ্রভু সমুদ্রে প্রচন্ড ঝড়ো বায়ু পাঠিয়ে দিলেন, সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠল, এমন কি, জাহাজ
ভেঙ্গে যাবার মত হল। 5 তখন নাবিকেরা ভয় পেল, প্রত্যেকে নিজের নিজের দেবতার কাছে কাঁদতে লাগল, আর ওজন কমানোর জন্য
জাহাজের মাল সমুদ্রে ফেলে দিল। কিন্তু যোনা জাহাজের তলায় নেমেছিলেন এবং এমন ঘুমিয়ে ছিলেন যে গভীর ঘুমে মগ্ন ছিলেন। 6 তখন
জাহাজের মালিক তাঁর কাছে এসে বললেন, "ওহে, তুমি যে ঘুমাচ্ছ তোমার কী হল? ওঠ, তোমার ঈশ্বরকে ডাক; হয় তো ঈশ্বর আমাদের বিষয়ে
চিন্তা করবেন ও আমরা বিনষ্ট হব না।" 7 পরে নাবিকেরা একে অপরকে বলল, "এস, আমরা গুলিবাঁট করি, তাহলে জানতে পারবে কার দোষে
আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটছে? পরে তারা গুলিবাঁট করল, আর যোনার নামে গুলি উঠল।" 8 তখন তারা তাকে বলল, "বল দেখি, কার
দোষে আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটছে? তোমার পেশা কি? কোন জায়গা থেকে এসেছ? তুমি কোন দেশের লোক? কোন জাতি?" 9 তিনি
তাদেরকে বললেন, "আমি ইব্রীয়; আমি সদাপ্রভুকে ভয় করি, তিনি স্বর্গের ঈশ্বর, তিনি সমুদ্র ও শুকনো ভূমি সৃষ্টি করেছেন।" 10 তখন সেই
লোকেরা খুব ভয় পেয়ে তাঁকে বলল, "তুমি এ কি কাজ করেছ?" কারণ তিনি যে সদাপ্রভুর সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন, এটা তারা জানত,
কারণ তিনি তাদেরকে বলেছিলেন। 11 পরে তারা তাঁকে বলল, "আমরা তোমাকে কি করলে সমুদ্র আমাদের প্রতি শান্ত হতে পারে?" কারণ
সমুদ্র তখন আরো ভয়াবহ হয়ে উঠছিল। 12 তিনি তাদেরকে বললেন, "আমাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দাও, তাতে সমুদ্র তোমাদের জন্য শান্ত হবে;
কারণ আমি জানি, আমারই দোষে তোমাদের উপরে এই ভীষণ ঝড় এসেছে।" 13 তবুও সেই লোকেরা জাহাজ ফিরিয়ে ডাঙায় নিয়ে যাবার
জন্য ঢেউ কাটতে চেষ্টা করল; কিন্তু পারল না, কারণ সমুদ্র তাদের বিপরীতে আরো ভয়াবহ হয়ে উঠছিল। 14 এই জন্য তারা সদাপ্রভুকে
ডাকতে লাগল আর বলল, "অনুরোধ করি, হে সদাপ্রভু, অনুরোধ করি, এই ব্যক্তির প্রাণের জন্য আমাদের বিনাশ না হোক এবং আমাদের
উপরে নির্দোষের রক্তের ভাগীদার কর না; কারণ, হে সদাপ্রভু, তুমি নিজের ইচ্ছামতো কাজ করেছ।" 15 পরে তারা যোনাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে
দিল, তাতে সমুদ্র থামল, আর ভয়াবহ হল না। 16 তখন সেই লোকেরা সদাপ্রভুর থেকে খুব ভয় পেল; আর তারা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বলিদান
করল এবং নানা মানত করল। 17 আর সদাপ্রভু যোনাকে গিলে ফেলার জন্য একটা বড় মাছ ঠিক করে রেখেছিলেন; সেই মাছের পেটে যোনা
তিন দিন ও তিন রাত কাটালেন।

generated on Wed Sep 27 04:00:38 2023

Chapter 2

1 তখন যোনা ঐ মাছের পেট থেকে নিজের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। **2** তিনি বললেন, “আমি বিপদের জন্য সদাপ্রভুকে
ডাকলাম, আর তিনি আমাকে উত্তর দিলেন; আমি পাতালের পেট থেকে চিত্‌কার করলাম, তুমি আমার রব শুনলে। **3** তুমি আমাকে গভীর
জলে, সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে, আর স্রোত আমাকে বেষ্টন করল, তোমার সব ঢেউ, তোমার সব তরঙ্গ, আমার ওপর দিয়ে গেল।” **4** আমি
বললাম, “আমি তোমার দৃষ্টি থেকে দূরে চলে গেছি, তবুও আবার তোমার পবিত্র মন্দিরের দিকে দেখব। **5** জলরাশি আমাকে ঘিরে ফেলল, প্রাণ
পর্যন্ত উঠল, জলরাশি আমাকে ঘিরে ফেলল, সমুদ্রের উদ্ভিদ আমার মাথায় জড়াল। **6** আমি পর্বতের গোড়া পর্যন্ত নেমে গেলাম; আমার পিছনে
পৃথিবীর সমস্ত দরজা একেবারে বন্ধ হল; তবুও, হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তুমি আমার প্রাণকে গভীর গর্ত থেকে উঠালে। **7** আমার মধ্যে প্রাণ
অচেতন হলে আমি সদাপ্রভুকে স্মরণ করলাম, আর আমার প্রার্থনা তোমার কাছে, তোমার পবিত্র মন্দিরে, উপস্থিত হল। **8** যারা মিথ্যা জড় বস্তু
মানে, তারা নিজের অনুগ্রহকে পরিত্যাগ করে; **9** কিন্তু আমি তোমার উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ সহ বলিদান করব; আমি যে মানত করেছি, তা পূর্ণ করব;
পরিত্রাণ সদাপ্রভুরই কাছে।” **10** পরে সদাপ্রভু সেই মাছকে বললেন, আর সে যোনাকে শুকনো ভূমির ওপরে উগরে দিল।

---

generated on Wed Sep 27 04:00:38 2023

Chapter 3

1 পরে দ্বিতীয়বার সদাপ্রভুর বাক্য যোনার কাছে এল; 2 তিনি বললেন, “তুমি ওঠ, নীনবীতে, সেই মহানগরে যাও, আর আমি তোমাকে যা
ঘোষণা করতে বলি, তা সেই নগরের উদ্দেশ্যে ঘোষণা কর।” 3 তখন যোনা উঠে সদাপ্রভুর বাক্য অনুসারে নীনবীতে গেলেন। নীনবী ঈশ্বরের
দৃষ্টিতে মহানগর, সেখানে যেতে তিন দিন লাগত। 4 পরে যোনা নগরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে এক দিনের পথ গেলেন এবং ঘোষণা করলেন,
বললেন, “আর চল্লিশ দিন পরে নীনবী ধ্বংস হবে।” 5 তখন নীনবীর লোকেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করলো; তারা উপবাস ঘোষণা করল এবং মহান
থেকে ক্ষুদ্র পর্যন্ত সবাই চট পরল। 6 আর সেই খবর নীনবী রাজের কাছে পৌঁছালে তিনি নিজের সিংহাসন থেকে উঠলেন, গায়ের শাল রেখে
দিলেন এবং চট পরে ছাইয়ের মধ্যে বসলেন। 7 আর তিনি নীনবীতে রাজার ও তার অধ্যক্ষদের উদ্দেশ্যে এই কথা উঁচু স্বরে প্রচার করলেন,
“মানুষ ও গোমেষাদি পশু কেউ কিছু চেখে না দেখুক, খাওয়া-দাওয়া ও জলপান না করুক; 8 কিন্তু মানুষ ও পশু চট পরে চিত্‌কার করে
ঈশ্বরকে ডাকুক, আর প্রত্যেকে নিজের নিজের কুপথ ও নিজের নিজের হাতের মন্দ কাজকর্ম থেকে ফিরুক। 9 হয় তো, ঈশ্বর শান্ত হবেন,
অনুশোচনা করবেন ও নিজের ভীষণ রাগ থেকে শান্ত হবেন, তাতে আমরা বিনষ্ট হব না।” 10 তখন ঈশ্বর তাদের কাজ, তারা যে নিজের নিজের
কুপথ থেকে ফিরল, তা দেখলেন, আর তাদের যে অমঙ্গল করবেন বলেছিলেন, সেই বিষয়ে অনুশোচনা করলেন; তা করলেন না।

generated on Wed Sep 27 04:00:38 2023

Chapter 4

1 কিন্তু এতে যোনা খুব বিরক্ত ও রেগে গেলেন। 2 তিনি সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, “হে সদাপ্রভু, অনুরোধ করি, আমি নিজের দেশে
যখন ছিলাম এই কথা কি বলিনি? সেই জন্য তাড়াতাড়ি করে তর্শীশে পালাতে গিয়েছিলাম; কারণ আমি জানতাম, তুমি কৃপাময় ও স্নেহশীল
ঈশ্বর, রাগে ধীর ও দয়াতে মহান এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনকারী। 3 অতএব এখন, হে সদাপ্রভু, অনুরোধ করি, আমার থেকে আমার
প্রাণ নিয়ে যাও, কারণ আমার জীবনের থেকে মৃত্যু ভালো।” 4 সদাপ্রভু বললেন, “তুমি রাগ করে কি ভালো করছ?” 5 তখন যোনা নগরের
বাইরে গিয়ে নগরের পূর্ব দিকে বসে থাকলেন; সেখানে তিনি নিজের জন্য একটি ঘর তৈরী করে তার নীচে ছায়াতে বসলেন, নগরের কি অবস্থা
হয় দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। 6 তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর এক এরণ্ড গাছ তৈরী করলেন; আর সেই গাছটি বৃদ্ধি করে যোনার উপরে
আনলেন, যেন তার মাথার ওপরে ছায়া হয়, যেন তার মন্দ চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। আর যোনা সেই এরণ্ড গাছটির জন্য বড়
আনন্দিত হলেন। 7 কিন্তু পরদিন সূর্য ওঠার সময়ে ঈশ্বর এক পোকা তৈরী করলেন, সে ঐ এরণ্ড গাছটিকে দংশন করলে তা শুষ্ক হয়ে পড়ল। 8
পরে যখন সূর্য উঠল, ঈশ্বর পূর্ব দিক থেকে গরম হাওয়া পাঠালেন, তাতে যোনার মাথায় এমন রোদ লাগল যে, তিনি ক্লান্ত হয়ে নিজের মৃত্যুর
প্রার্থনা করে বললেন, “আমার জীবন অপেক্ষা মৃত্যু ভালো।” 9 তখন ঈশ্বর যোনাকে বললেন, “তুমি এরণ্ড গাছটির জন্য রাগ করে কি ভালো
করছ?” তিনি বললেন, “মৃত্যু পর্যন্ত আমার রাগ করাই ভালো।” 10 সদাপ্রভু বললেন, “তুমি এরণ্ড গাছের জন্য কোনো পরিশ্রম করনি এবং
এটা বড়ও করনি; এটা এক রাতে সৃষ্টি ও এক রাতে বিনষ্ট হল, তবুও তুমি এর প্রতি দয়াশীল হয়েছ। 11 তবে আমি কি নীনবীর প্রতি, ঐ
মহানগরের প্রতি, দয়াশীল হব না? সেখানে এমন এক লক্ষ কুড়ি হাজারের বেশি মানুষ আছে, যারা ডান হাত থেকে বাম হাতের প্রভেদ জানে
না; আর অনেক পশুও আছে।”

generated on Wed Sep 27 04:00:38 2023

Book: Nahum

Nahum

Chapter 1

1 নীনবী সম্বন্ধে ঘোষণা। ইলকোশীয় নহূমের দর্শনের বই। **2** সদাপ্রভু স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর; সদাপ্রভু প্রতিফলদাতা ও তিনি ক্রোধে
পূর্ণ। সদাপ্রভু তাঁর বিপক্ষদের উপরে প্রতিফল দেন এবং তাঁর শত্রুদের উপর ক্রোধ বজায় রাখেন। **3** সদাপ্রভু ক্রোধে ধীর এবং শক্তিতে মহান
এবং তিনি শত্রুদের দোষী সাবস্ত করেন। সদাপ্রভু নিজের পথ তৈরী করেন ঘূর্ণিবাতাস ও ঝড়ের মধ্যে এবং মেঘ তাঁর পায়ের ধূলো। **4** তিনি
সমুদ্রকে ধমক দেন এবং তাকে শুকনো করেন, সমস্ত নদীগুলোকে তিনি শুকনো করেন। বাশন আর কর্মিলকে নিস্তেজ করেন আর লিবানোনের
সব ফুল শুকিয়ে যায়। **5** পর্বতগুলো তাঁর উপস্থিতিতে কাঁপে এবং পাহাড়গুলি গলে যায়। পৃথিবী তাঁর সামনে ভেঙ্গে পড়ে, প্রকৃতভাবেই, সমস্ত
পৃথিবী ও তার মধ্যে বসবাসকারী সবাই। **6** তাঁর ক্রোধের সামনে কে দাঁড়াতে পারে? কে সহ্য করতে পারে তাঁর ভীষণ ক্রোধ? তাঁর ক্রোধ
আগুনের মত এবং তাতে বড় পাথর ফেটে যায়। **7** সদাপ্রভু মঙ্গলময়, বিপদের দিনে তিনি সুরক্ষিত আশ্রয়। যারা তাঁকে ত্যাগ করে তিনি তাদের
জানেন। **8** কিন্তু প্রবল বন্যার দ্বারা তিনি তাঁর শত্রুদের একেবারে শেষ করে দেবেন, তিনি তাদের অন্ধকারে তাড়িয়ে দেবেন। **9** সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে
তোমরা কি ভাবছ? তিনি এর সম্পূর্ণ শেষ করবেন, দ্বিতীয়বার আর সঙ্কট আসবেনা। **10** কারণ তারা কাঁটাঝোপের মধ্যে জড়িয়ে যাবে এবং
মদ্যপানে মাতাল হবে; তারা শুকনো খড়ের মত আগুনে পুড়ে যাবে। **11** হে নীনবী তোমাদের মধ্যে থেকে এমন একজন বের হয়ে এসেছে যে
সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে মন্দ চিন্তা করছে ও মন্দ পরামর্শ দিচ্ছে। **12** সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “যদিও তারা শক্তিতে পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য তবুও
তাদের ছিন্ন করা হবে। তাদের লোকেরা আর থাকবে না। কিন্তু তুমি, যিহূদা, যদিও আমি তোমাকে নত করেছি কিন্তু আর নত করব না। **13**
এখন আমি তোমার কাঁধ থেকে সেই লোকেদের যোঁয়াল ভেঙ্গে দেব, আমি তোমার শিকল ভেঙ্গে ফেলব।” **14** হে নীনবী, সদাপ্রভু তোমার বিষয়ে
একটি আদেশ দিয়েছেন, তোমার নাম রক্ষা করবার জন্য তোমার কোন বংশধর থাকবে না। তোমার দেবালয়ে যে সব খোদিত প্রতিমা ও ছাঁচে
ঢালা মূর্তি রয়েছে সেগুলো আমি ধ্বংস করে ফেলব। আমি তোমার কবর খুড়ব, কারণ তুমি অধার্মিক। **15** যে লোক সুসমাচার নিয়ে আসে ও
শান্তি ঘোষণা করে, ঐ দেখ, পর্বতের উপরে তার পা। হে যিহূদা, তোমার পর্বগুলো পালন কর এবং মানত সব পূর্ণ কর। অধার্মিক আর তোমাকে
আক্রমণ করবে না; সে একেবারে ধ্বংস হবে।

generated on Wed Sep 27 04:00:38 2023

Chapter 2

1 যে তোমাদের টুকরো টুকরো করবে সে তোমার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে। শহরের দেওয়ালে উপর তোমার সৈন্য সাজাও, রাস্তায় পাহারা দাও,
নিজেদেরকে শক্তিশালী কর, তোমার সৈন্যদল জড়ো কর। 2 যদিও ধ্বংসকারীরা ইস্রায়েলকে জনশূন্য করেছে এবং তার আঙ্গুর শাখাগুলো
ধ্বংস করে দিয়েছে তবুও সদাপ্রভু ইস্রায়েলের মত যাকোবের মহিমাকে ফিরয়ে আনবেন। 3 সৈন্যদের ঢাল রক্তে লাল, আর যোদ্ধারা টকটকে
লাল রঙের পোশাক পরে আছে। তারা যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে, তাদের রথগুলোর ধাতু ঝকমক করছে; তারা বর্শা ঘোরাচ্ছে। 4 তাদের সব রথ
রাস্তায় ঝড়ের মত চলে আর শহরের চওড়া জায়গাগুলোর মধ্য দিয়ে বেপরোয়াভাবে এদিক ওদিক যাচ্ছে। তারা দেখতে মশালের মত এবং
বিদ্যুতের মত ছুটে যাচ্ছে। 5 রাজা তাঁর আধিকারিকদের ডাকছেন; তারা হোঁচট খেয়েও এগিয়ে যাচ্ছে। তারা শহরের দেয়ালের দিকে ছুটে
যাচ্ছে; আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার জন্য ঢাল তৈরী করা হয়েছে। 6 নদীর দরজাগুলো খোলা হয়েছে, আর প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়ল। 7 তার
রানীকে বিবস্ত্র করে তাকে নিয়ে যাওয়া জন্য আদেশ করা হল। তাঁর দাসীরা পায়রার মত শোক করছে এবং বুক চাপড়াচ্ছে। 8 নীনবী জলে পূর্ণ
পুকুরের মত, সকলে জলের স্রোতের মত পালিয়ে যাচ্ছে, অন্যরা চিত্কার করছে, থামো, থামো বললেও কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না। 9 তার রূপা
লুট কর, সোনা লুট কর। কারণ ধনসম্পদের কোনো শেষ নেই; এগুলো সব সুন্দর জিনিসের গৌরব। 10 নীনবীকে শূন্য ও ধ্বংস করা হচ্ছে।
তার লোকদের হৃদয় গলে গেছে, হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লাগছে, তাদের প্রত্যেকের যন্ত্রণা, তাদের সকলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। 11
সিংহদের গর্ত এখন কোথায়, যেখানে তারা তাদের বাচ্চাদের খাওয়াত, যেখানে সিংহ, সিংহী ও তাদের বাচ্চারা ঘুরে বেড়াত। 12 সিংহ তার
বাচ্চাদের জন্য যথেষ্ট পশু মারত আর তার সিংহীদের জন্য গলা টিপে মারত অনেক পশু; সে তার মেরে ফেলা পশু দিয়ে তার বাসস্থান এবং
ছিঁড়ে ফেলা পশু দিয়ে তার গুহা করত। 13 বাহিনীদের সদাপ্রভু বলছেন, “দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে; আমি তোমার রথগুলো পুড়িয়ে ফেলব,
আর তলোয়ার তোমার যুবসিংহদের গ্রাস করবে। আমি তোমার শিকারের জন্য কোন কিছুই এই পৃথিবীতে ফেলে রাখব না। তোমার দূতদের
গলার স্বর আর শোনা যাবে না।”

---

generated on Wed Sep 27 04:00:38 2023

Chapter 3

1 ধিক্‌, সেই রক্তপাতের শহরকে, সম্পূর্ণ মিথ্যা ও চুরি করা সম্পত্তি, লুট করা ছাড়ে না। 2 শোন, চাবুকের শব্দ, চাকার ঘড়ঘড় শব্দ; সেখানে
দ্রুততম ঘোড়া চলার শব্দ, লাফিয়ে চলা ঘোড়া। 3 ঘোড়াচালক যোদ্ধা, তলোয়ার চকচক করছে, বর্শা চমকাচ্ছে। দেখ, অনেক আহত লোক আর
মৃতদেহের ঢিবি, মৃতদেহের শেষ নেই, লোকে মৃতদেহের উপরে হোঁচট খাচ্ছে। 4 এই সবই হচ্ছে সেই সুন্দরী বেশ্যার অনেক বেশ্যাবৃত্তির জন্য;
আকর্ষণীয়া এবং তার নানারকম যাদুকরি কাজ। তার বেশ্যার কাজ দিয়ে সে জাতিদের এবং যাদুবিদ্যা দিয়ে লোকদের বন্দী করে। 5 বাহিনীদের
সদাপ্রভু বলছেন, হে নীনবী, আমি তোমার বিরুদ্ধে, আমি মুখ পর্যন্ত তোমার কাপড় উঠাব। জাতিগণকে তোমার উলঙ্গতা ও নানা রাজ্যের
লোকেদের তোমার লজ্জা দেখাবো। 6 আমি তোমার উপর আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলব, তোমাকে ঘৃণার চোখে দেখব এবং তোমাকে ঠাট্টার পাত্র
করব। 7 তাই যে কেউ তোমাকে দেখবে, সে তোমার কাছ থেকে পালাবে, আর বলবে, “নীনবী ধ্বংস হয়ে গেছে, কে তার জন্য কাঁদবে? আমি
তোমার জন্য কোথায় সান্ত্বনাকারী খুঁজে পাব?” 8 হে নীনবী, তুমি কি নো-আমোনের চেয়ে ভাল? সে তো নীল নদীর ধারে ছিল আর তার
চারপাশ ঘিরে ছিল জল। সাগর ছিল তার রক্ষার দেয়াল। 9 কূশ আর মিশর তাকে সীমাহীন শক্তি যোগাত, তার বন্ধুদের মধ্যে ছিল পূট ও
লিবিয়া। 10 তবুও তার লোকদের বন্দী করে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রত্যেকটি রাস্তার মোড়ে তার শিশুদের আছাড় মারা হয়েছিল।
তার গণ্যমান্য লোকদের জন্য গুলিবাঁট করে তাদের শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। 11 তুমি মাতাল হয়ে পড়বে, তুমি শত্রুদের কাছ
থেকে লুকাবার চেষ্টা করবে। 12 তোমার সমস্ত দুর্গগুলো পাকা ফলে ভরা ডুমুর গাছের মত, যদি সেগুলো নাড়ানো হয় ডুমুরগুলো তারই মুখে
পড়বে। 13 দেখ, তোমার লোকেরা সবাই স্ত্রীলোকের মত। তোমার দেশের দরজা তোমার শত্রুদের সামনে একেবারে খোলা রয়েছে, আগুন
দরজা পুড়িয়ে দিয়েছে। 14 ঘেরাওয়ের জন্য তুমি জল তুলে রাখ, তোমার দুর্গগুলো শক্তিশালী কর। কাদা, চুন ও বালি মেশাও ইটের দেওয়াল
সারাও। 15 সেখানে আগুন তোমাকে গ্রাস করবে, তলোয়ার তোমাকে কেটে ফেলবে এবং এটা তোমাকে গ্রাস করবে পঙ্গপালের মত। তোমরা
সংখ্যায় বেড়ে ওঠো পঙ্গপালের ও ফড়িংয়ের মত। 16 তোমার ব্যবসায়ীদের সংখ্যা তুমি আকাশের তারার চেয়েও বেশী বাড়িয়েছ, কিন্তু তারা
পঙ্গপালের মত, দেশকে লুট করে আর উড়ে যায়। 17 তোমার রাজকুমারীরা পঙ্গপালের ঝাঁকের মত এবং তোমার সেনাপতিরা ফড়িংয়ের
ঝাঁকের মত, যারা শীতের দিনে দেয়ালের উপরে বসে থাকে কিন্তু সূর্য উঠলে পর উড়ে যায়, কোথায় যায় কেউ জানে না। 18 হে অশূরের রাজা,
তোমার মেষপালকেরা ঘুমাচ্ছে, তোমার নেতারা বিশ্রাম করছে। তোমার লোকেরা পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের একত্র করবার কেউ
নেই। 19 কোন কিছুই তোমার ক্ষত ভাল করতে পারবে না, তোমার ক্ষত সাংঘাতিক। যারা তোমার খবর শুনবে তারা তোমার উপরে আনন্দে
হাততালি দেবে, কারণ তোমার অশেষ নিষ্ঠুরতা থেকে কে রক্ষা পেয়েছে?

generated on Wed Sep 27 04:00:38 2023

Book: Haggai

Haggai

Chapter 1

1 দারিয়াবস রাজার দ্বিতীয় বছরের, ষষ্ঠ মাসে, মাসের প্রথম দিনে সদাপ্রভুর বাক্য হগয় ভাববাদীর মাধ্যমে শল্টীয়েলের ছেলে সরুব্বাবিল নামে
যিহূদার শাসনকর্তার কাছে এবং যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজকের কাছে উপস্থিত হল তিনি বললেন, 2 “বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা বলেন, “এই লোকেরা বলছে, আমাদের সময় বা সদাপ্রভুর গৃহ নির্ম্মাণের সময়, এখনো আসেনি”।” 3 তখন হগয় ভাববাদীর মাধ্যমে
সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হলো এবং বললেন, 4 “এটা কি তোমাদের নিজের নিজের সম্পূর্ণ ছাদ দেওয়া বাড়িতে বাস করবার সময়? যখন
এই গৃহ ধ্বংসস্তুপের মতন পড়ে রয়েছে?” 5 এই জন্য বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “তোমরা নিজেদের বিষয়ে লক্ষ্য কর। 6 তোমরা
অনেক বীজ রোপণ করেও অল্প শস্য সঞ্চয় করছ, তোমরা খাচ্ছ কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে নয়, পান করছ কিন্তু তৃপ্ত হচ্ছনা, জামাকাপড় পরেও
উষ্ণতা পাচ্ছনা এবং বেতনজীবী লোকরা কেবল ছেঁড়া থলিতে টাকা রাখার জন্যই রোজগার করছে।” 7 বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন,
“তোমরা নিজেদের বিষয়ে লক্ষ্য কর। 8 পর্বতে উঠে কাঠ নিয়ে এসে, আমার এই গৃহ নির্ম্মাণ কর, তাতে আমি এই গৃহের প্রতি খুশি হব এবং
গৌরবান্বিত হব,” সদাপ্রভু এই কথা বলেন। 9 তোমরা অনেক আশা করেছিলে কিন্তু দেখ, অল্প পেলে এবং অল্প ঘরে এনেছিলে কারণ আমি তা
ফুঁ দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলাম। কেন বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন? কারণ, এই যে আমার গৃহ ধ্বংসস্তুপ হয়ে রয়েছে, আর তোমরা তখন
নিজের নিজের বাড়িতে আনন্দ করছ। 10 এই জন্য আকাশ শিশির দেওয়া বন্ধ করেছে ও জমি ফসল উত্পন্ন বন্ধ করেছে। 11 আর আমি
দেশের ও পর্বতের উপরে, শস্য, দ্রাক্ষারস ও তেল প্রভৃতি জমিতে উত্পন্ন বস্তুর উপরে এবং মানুষ, পশু ও তোমাদের হাতের সমস্ত শ্রমের উপরে
অনাবৃষ্টিকে আহ্বান করলাম। 12 তখন শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল, যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজক এবং লোকদের সমস্ত
অবশিষ্টাংশ তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে এবং হগয় ভাববাদীর সমস্ত কথায় মনোযোগ দিল, কারণ তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁকে পাঠিয়েছিলেন
এবং লোকেরাও সদাপ্রভুর সম্মুখে ভীত হল। 13 তখন সদাপ্রভুর দূত হগয়, সদাপ্রভুর এই সংবাদ লোকদের বললেন, “সদাপ্রভু বলেন, আমি
তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।” 14 পরে সদাপ্রভু শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামে যিহূদার শাসনকর্তার আত্মাকে ও যিহোষাদকের পুত্র
যিহোশূয় মহাযাজকের আত্মাকে এবং লোকদের সমস্ত অবশিষ্টাংশের আত্মাকে উত্তেজিত করলেন; তাঁরা এসে নিজেদের ঈশ্বর বাহিনীগনের
সদাপ্রভুর গৃহে কাজ করতে লাগলেন; 15 এই রকম দারিয়াবস রাজার দ্বিতীয় বছরের ষষ্ঠ মাসের চব্বিশতম দিনে ঘটল।

generated on Wed Sep 27 04:00:38 2023

Chapter 2

1 সপ্তম মাসের একুশতম দিনে সদাপ্রভুর বাক্য হগয় ভাববাদীর মাধ্যমে উপস্থিত হলো, তিনি বললেন, 2 “শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামে
যিহূদার শাসনকর্তাকে, যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজককে ও অবশিষ্ট লোকদের এই কথা বল, 3 ‘তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট এমন কে
আছে যে, পূর্বের মহিমায় এই গৃহ দেখেছিল? আর এখন তোমরা একে কি অবস্থায় দেখছ? এর অবস্থা কি তোমাদের চোখে অস্তিত্বহীন নয়?’ 4
কিন্তু এখন, হে সরুব্বাবিল, তুমি সবল হও, সদাপ্রভু এই কথা বলেন, ‘আর হে যিহোষাদকের পুত্র যিহোশূয় মহাযাজক, তুমি সবল হও; এবং
দেশের সমস্ত লোক, তোমরাও সবল হও, সদাপ্রভু এই কথা বলেন, আর কাজ কর; কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, বাহিনীগণের
সদাপ্রভু এই কথা বলেন।’ 5 তোমরা যখন মিশর থেকে বেরিয়ে এসেছিলে, তখন আমি তোমাদের সঙ্গে বাক্যের মাধ্যমে নিয়ম স্থির করেছিলাম
এবং আমার আত্মা তোমাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করে; তোমরা ভয় করোনা।” 6 কারণ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “আর একবার,
অল্পসময়ের মধ্যেই, আমি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে এবং সমুদ্র ও শুস্ক ভূমিকে কাঁপাব। 7 আর আমি সর্বজাতিকে কাঁপাব; এবং সমস্ত জাতি
তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র আমার কাছে আনবে আর আমি এই গৃহ মহিমায় পরিপূর্ণ করব, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন।” 8 রূপা ও
সোনা আমারই, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন। 9 এই গৃহ আগের চেয়ে ভবিষ্যতে আরো বেশি মহিমান্বিত হবে, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই
কথা বলেন; আর এই জায়গায় আমি শান্তি প্রদান করব, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন। 10 দারিয়াবসের দ্বিতীয় বছরের নবম মাসের
চব্বিশতম দিনে সদাপ্রভুর এই বাক্য হগয় ভাববাদীর মাধ্যম উপস্থিত হল; 11 বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “তুমি একবার
যাজকদেরকে ব্যবস্থার বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর, বল, 12 কেউ যদি নিজের কাপড়ের আঁচলে করে পবিত্র মাংস নিয়ে যায়, আর সেই আঁচলেই
রুটি, কি সিদ্ধ সবজি, কি দ্রাক্ষারস, কি তেল, কি অন্য কোন খাদ্যবস্তু স্পর্শ করা হয়, তবে কি সেই বস্তু প্রবিত্র হবে?” যাজকেরা উত্তরে
বললেন, “না।” 13 তখন হগয় বললেন, “মৃতদেহ স্পর্শে অশুচি কোন লোক যদি এর মধ্যে কোন বস্তু স্পর্শ করে, তবে কি তা অশুচি হবে?”
যাজকেরা উত্তরে বললেন, “তা অশুচি হবে।” 14 তখন হগয় উত্তরে বললেন, “সদাপ্রভু বলেন, আমার কাছে এই বংশ সেইরকম ও এই জাতি
সেইরকম; তাদের হাতের সমস্ত কাজও সেইরকম এবং তারা যা কিছু উত্সর্গ করে, তা অশুচি।” 15 তাই এখন, আজকের দিনকে ধরে এর
আগে যত দিন সদাপ্রভুর মন্দিরে পাথরের উপরে পাথর স্থাপিত ছিল না, সেই সব দিন আলোচনা কর। 16 সেই সব দিনে তোমাদের মধ্যে কেউ
কুড়ি পরিমাণ শস্যরাশির কাছে এলে কেবল দশ পরিমাণ হত এবং দ্রাক্ষাকুন্ড থেকে পঞ্চাশ পরিমাণ দ্রাক্ষারস নিতে এলে কেবল কুড়ি পরিমাণ
হত। 17 আমি শস্যর ক্ষয় রোগ, ছত্রাক রোগ ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে তোমাদের হাতের সমস্ত কাজে তোমাদেরকে আঘাত করতাম, তবুও তোমরা
আমার প্রতি ফিরতে না, সদাপ্রভু এই কথা বলেন। 18 আলোচনা কর, আজকের দিনকে ধরে এর আগে যত দিন এবং এর পর থেকে, নবম
মাসের চব্বিশতম দিন পর্যন্ত, সদাপ্রভুর মন্দিরের ভীত গাঁথার দিন পর্যন্ত, আলোচনা কর। 19 গোলায় কি কিছু বীজ পড়ে আছে? আর
দ্রাক্ষালতা, ডুমুর, ডালিম এবং জিতবৃক্ষও ফল উত্পন্ন করে নি। কিন্তু আজ থেকে আমি আশীর্বাদ করব। 20 পরে মাসের চব্বিশতম দিনে
সদাপ্রভুর এই বাক্য দ্বিতীয় বার হগয়ের কাছে উপস্থিত হল; 21 “তুমি যিহূদার শাসনকর্তা সরুব্বাবিলকে এই কথা বল, ‘আমি আকাশমণ্ডল ও
পৃথিবীকে কাঁপাব; 22 কারণ আমি রাজাদের সিংহাসন উলটিয়ে ফেলব, জাতিদের সব রাজ্যের পরাক্রম নষ্ট করব, রথ ও রথের
আরোহীদেরকে উলটিয়ে ফেলব এবং অশ্ব ও অশ্বারোহীরা নিজের নিজের ভাইয়ের তরোয়ালে মারা পরবে। 23 বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন,
সেই দিন,’ হে শল্টীয়েলের পুত্র, আমার দাস, সরুব্বাবিল, আমি তোমাকে গ্রহণ করব, সদাপ্রভু এই কথা বলেন; ‘আমি তোমাকে সীলমোহরযুক্ত
আংটির মত রাখব; কারণ আমি তোমাকে মনোনীত করেছি,’ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন।”

Book: Malachi

Malachi

Chapter 1

1 মালাখির মাধ্যমে ইস্রায়েলের কাছে সদাপ্রভুর বাক্যের ঘোষণা। **2** “আমি তোমাদেরকে ভালোবেসেছি,” এটা সদাপ্রভু বলেন। কিন্তু তোমরা
বলছ, “কেমন করে তুমি আমাদেরকে ভালোবেসেছো?” সদাপ্রভু বলেন, “এষৌ কি যাকোবের ভাই নয়?” “তা সত্ত্বেও আমি যাকোবকে
ভালবেসেছি; **3** কিন্তু এষৌকে আমি ঘৃণা করেছি, তার পাহাড়গুলোকে শূন্য ধ্বংসস্থানে পরিণত করেছি ও আমি তার বাসস্থানকে মরুভূমির
শিয়ালদের জন্য রেখেছি।” **4** যদি ইদোম বলে, “আমরা চূর্ণবিচূর্ণ, কিন্তু আমরা ফিরে যাব এবং ধ্বংসস্থানগুলো আবার গড়ে তুলব,” কিন্তু
বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, “তারা গড়বে কিন্তু আমি ভেঙে ফেলব। তাদেরকে বলা হবে, ‘দুষ্টতার দেশ’ এবং ‘সে জাতি যাদের ওপর সদাপ্রভু
সব সময় রেগে থাকেন’।” **5** তোমাদের চোখ তা দেখবে ও তোমরা বলবে, “ইস্রায়েলের সীমানার বাইরেও সদাপ্রভু মহান।” **6** “ছেলে বাবাকে ও
চাকর তার মনিবকে সম্মান করে; যদি আমি বাবা হই, তবে আমার সম্মান কোথায়? আর আমি যদি প্রভু হই, তবে আমার প্রতি ভয় কোথায়? হে
যাজকেরা, তোমরা যে আমার নাম অবজ্ঞা করছ, তোমাদেরকে বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন। কিন্তু তোমরা বলছো, “কেমন করে
তোমার নাম অবজ্ঞা করেছি” **7** তোমরা আমার যজ্ঞবেদীর উপরে অশুচি খাবার নিবেদন করছো এবং তোমরা বলছ, ‘আমরা কিভাবে তোমাকে
অশুচি করেছি?’ এই কথা বলার মাধ্যমেই সদাপ্রভুর মেজ তুচ্ছ হচ্ছে। **8** যখন তোমরা যজ্ঞের জন্য অন্ধপশু উৎসর্গ কর, সেটা কি খারাপ নয়?
এবং যখন তোমরা খোঁড়া ও অসুস্থ পশু উৎসর্গ কর সেটা কি খারাপ নয়? তোমাদের শাসনকর্তার কাছে সেগুলো উৎসর্গ কর দেখি; সে কি
তোমাদের গ্রহণ করবে অথবা অনুগ্রহ দেখাবে?” এটা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। **9** এখন ঈশ্বরের কাছে দয়া চাও, যেন তিনি আমাদের প্রতি
অনুগ্রহ করেন; “তোমাদের হাত দিয়ে ওই কাজ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে কি কাকেও গ্রহণ করবেন?” এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। **10**
“হায়! যদি তোমাদের মধ্যে একজন মন্দির দরজাগুলো বন্ধ করত তাহলে তোমরা আমার বেদীর উপরে অনর্থক আগুন জ্বালাতে না!
তোমাদের ওপরে আমি খুশী নই,” এ কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, “আমি তোমাদের হাত থেকে আর কোনো উপহার গ্রহণ করব না। **11**
সূর্যের উদয়ের স্থান থেকে অস্ত যাওয়ার স্থান পর্যন্ত জাতিদের মধ্যে আমার নাম মহান হবে, সব জায়গাতেই আমার নামের উদ্দেশ্যে ধূপ
জ্বালানো হবে এবং শুচি উপহার আনা হবে, কারণ জাতিদের মধ্যে আমার নাম মহান হবে” এটা সদাপ্রভু বলেন। **12** “কিন্তু তোমরা তা অপবিত্র
করছো, যখন তোমরা বলছো, সদাপ্রভুর মেজ অশুচি, সেই মেজের ফল, তার খাবার খারাপ। **13** আরো বলছো, “কত ভারী বোঝা, আর
তোমরা তার ওপরে ঘৃণাপূর্ণভাবে গন্ধ শুঁকেছো,” এটা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। “আর তোমরা যখন লুট করা, খোঁড়া ও অসুস্থ পশু নিয়ে
আসো এবং বলি হিসাবে উত্সর্গ করো, তবে আমি কি সেটা তোমাদের হাত থেকে গ্রহণ করব?” সদাপ্রভু বলেন। **14** “পশুপালের মধ্যে পুরুষ
পশু থাকলেও যে প্রতারক সেটা দেবার জন্য মানত করেও প্রভুর উদ্দেশ্যে ত্রুটিযুক্ত পশু উৎসর্গ করে, সে শাপগ্রস্ত; কারণ আমি মহান রাজা,”
এটা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; “সমস্ত জাতির মধ্যে আমার নাম ভয়াবহ।”

Chapter 2

1 যাজকেরা, তোমাদের জন্য আমার এই আদেশ। 2 “যদি আমার নামের মহিমা মেনে নেবার জন্য তোমরা কথা না শোন ও মনোযোগ না দাও,”
বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, “তবে তোমাদের ওপরে অভিশাপ দেব, তোমাদের আশীর্বাদকে অভিশাপে পরিণত করব; প্রকৃতপক্ষে, ইতিমধ্যই
আমি তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছি, কারণ তোমরা আমার আদেশ হৃদয়ে গ্রহণ করনা। 3 দেখ, আমি তোমাদের বংশধরকে তিরস্কার করব,
তোমাদের মুখে বিষ্ঠা মাখাবো, তোমাদের উপহারের বিষ্ঠা এবং লোকেরা তার সঙ্গে তোমাদেরকে দূরে নিয়ে যাবে। 4 এবং তোমরা জানতে
পারবে যে আমিই তোমাদের কাছে এই নিয়ম পাঠিয়েছি, যেন লেবির সঙ্গে আমার এই নিয়ম থাকে,” বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন। 5
তার সঙ্গে আমার যে নিয়ম ছিল, তা জীবন ও শান্তির এবং আমি তাকে এইগুলো দিয়েছিলাম যেন আমাকে সম্মান করে। সে আমাকে সম্মান
দিয়েছে এবং আমার নামে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভয়ে দাঁড়িয়েছে। 6 তাদের মুখে সত্যের শিক্ষা ছিল ও তার ঠোঁটে অধার্মিকতা পাওয়া যায় নি। সে
শান্তিতে ও সততায় আমার সঙ্গে চলাফেরা করত এবং অনেককে পাপ থেকে ফেরাত। 7 কারণ যাজকের ঠোঁট অবশ্যই জ্ঞান রক্ষা করবে, তার
মুখ থেকে লোকেরা অবশ্যই শিক্ষার খোঁজ করবে, কারণ সে আমার, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর দূত। 8 কিন্তু তোমরা সঠিক পথ থেকে সরে গেছ,
নিয়মের বিষয়ে তোমরা অনেককে হোঁচট খাওয়াচ্ছ। তোমরা লেবির ব্যবস্থা নষ্ট করেছো, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এ কথা বলেন। 9 আমি সব
প্রজাদের সামনে তোমাদেরকে তুচ্ছ ও লজ্জিত করব, কারণ তোমরা আমার পথ রক্ষা কর নি, কিন্তু তার পরিবর্তে তোমাদের শিক্ষার
পক্ষপাতিত্ব করেছ। 10 আমাদের সবার পিতা কি একজন নন? এক ঈশ্বর কি আমাদের সৃষ্টি করেন নি? তাহলে আমরা কেন প্রত্যেকে নিজের
নিজের ভাইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি, আমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ম অপবিত্র করি? 11 যিহূদা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ইস্রায়েলে ও
যিরূশালেমে জঘন্য কাজ করা হয়েছে। কারণ যিহূদা সদাপ্রভুর পবিত্রস্থান অপবিত্র করেছে যা তিনি ভালবাসেন এবং অন্য দেবতার মেয়েকে
বিয়ে করেছে। 12 যে ব্যক্তি এই রকম কাজ করে, তার সঙ্গে সদাপ্রভু এই রকম করবেন, যাকোবের সমস্ত তাঁবু থেকে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর
উদ্দেশ্যে যাকোবের বংশের যে কেউ উৎসর্গের জিনিস নিয়ে আসে, তাকে ধ্বংস করবেন। 13 আর তোমরা এটিও করেছ, তোমরা চোখের জলে,
কেঁদে ও দীর্ঘশ্বাসে সদাপ্রভুর বেদী ঢেকে রেখেছ, কারণ তিনি নৈবেদ্যের দিকে আর তাকান না কিংবা খুশী মনে তোমাদের হাত থেকে তা গ্রহণও
করেন না। 14 কিন্তু তোমরা বলছ, “এর কারণ কি?” এর কারণ, সদাপ্রভু তোমার যৌবনকালের স্ত্রীর ও তোমার মধ্যে সাক্ষী হয়েছিলেন; ফলে
তুমি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো; কিন্তু সে তোমার সঙ্গিনী ও তোমার নিয়মের স্ত্রী। 15 তিনি কি তাকে, একই আত্মার অংশের মাধ্যমে
বানান নি? কেন তিনি তোমাদের এক বানিয়েছেন? কারণ তিনি ঈশ্বর ভক্ত বংশ পাওয়ার আশা করছিলেন। তাই তোমরা নিজের নিজের
আত্মার বিষয়ে সাবধান হও; কেউ নিজের যৌবনকালের স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না। 16 “কারণ আমি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘৃণা করি,’’
ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু বলেন, “নিজের পোশাকে হিংস্রতা ঢাকে,” এটা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, “তাই তোমার নিজের আত্মায় নিজেকে
রক্ষা করো এবং তাই কেউ যেন তাদের যৌবনকালের স্ত্রীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে।” 17 তোমরা তোমাদের কথা দিয়ে সদাপ্রভুকে
অস্থির করে তুলেছো। কিন্তু তুমি বল, “কিভাবে তাঁকে অস্থির করেছি?” এই কথা বলার মাধ্যমে করেছো, যখন তোমরা বল, “যে কেউ খারাপ
কাজ করে, সে সদাপ্রভুর চোখে ভাল এবং তিনি তাদের উপর সন্তুষ্ট,” কিংবা, “বিচারকর্তা ঈশ্বর কোথায়?”

Chapter 3

1 “দেখ, আমি নিজের দূতকে পাঠাব, সে আমার আগে পথ তৈরী করবে। তোমরা যে প্রভুর খোঁজ করছো তিনি হঠাৎ নিজের মন্দিরে আসবেন;
নিয়মের সেই দূত, যাঁতে তোমাদের আনন্দ, তিনি আসছেন।” এটা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেছেন 2 কিন্তু তাঁর আসবার দিন কে সহ্য করতে
পারে? কে দাঁড়াতে পারে যখন তিনি প্রকাশিত হবেন? কারণ তিনি পরিশোধনের আগুনের মত অথবা ধোপার সাবানের মত। 3 তিনি পরিশোধক
ও রূপাকে খাঁটি করার জন্য বিচারক হিসাবে আসনে বসবেন। তিনি লেবীর ছেলেদের শুচি করবেন এবং সোনা ও রূপার মত করে খাঁটি
করবেন, তাতে তারা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ধার্মিকতার নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে। 4 তখন যিহূদার ও যিরূশালেমের নৈবেদ্য সদাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করবে।
যেমন আগে করা হত ও আদিকালে করা হয়েছিল। 5 বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, “তখন আমি বিচার করবার জন্য তোমাদের কাছে আসব;
সেই সময় যাদুকর, ব্যভিচারী, মিথ্যা সাক্ষীদের বিরুদ্ধে এবং যারা মজুরদের মজুরিতে ঠকায়, যারা বিধবা ও পিতৃহীনদের অত্যাচার করে আর
বিদেশীদের ওপর অন্যায় করে, আমাকে যারা ভয় করে না, তাদের বিরুদ্ধে আমি খুব শ্রীঘই সাক্ষ্য দেব। 6 কারণ আমি সদাপ্রভু, আমার কোনো
পরিবর্তন নেই। সেজন্য যাকোবের বংশধরেরা, তোমরা ধ্বংস হও নি। 7 তোমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই তোমরা আমার নিয়ম কানুন
থেকে সরে গেছ সেগুলো পালন কর নি। আমার কাছে ফিরে এস, আর আমিও তোমাদের কাছে ফিরে আসব, বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।”
“কিন্তু তোমরা বলছ, ‘আমরা কেমন করে ফিরে আসব?’ 8 মানুষ কি ঈশ্বরকে লুট করবে? কিন্তু তোমরা তো আমাকে লুট করে থাক। কিন্তু
তোমরা বল, ‘কিভাবে আমরা তোমাকে লুট করেছি?’ দশমাংশ ও উপহারের বিষয়ে লুট করেছ। 9 তোমরা অভিশাপে শাপগ্রস্থ, তোমাদের সব
জাতি আমাকে ঠকাচ্ছে। 10 তোমরা তোমাদের সব দশমাংশ ভাণ্ডারে আন, যাতে আমার ঘরে খাবার থাকে। এই বিষয়ে তোমরা আমাকে
পরীক্ষা করে দেখ,” বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, “আমি আকাশের সব জানালা খুলে তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আশীর্বাদ ঢেলে দিই কি
না। 11 আমি গ্রাসকারীকে তিরস্কার করব, যাতে সেগুলো তোমাদের ফসল ধ্বংস করতে না পারে; তোমাদের ক্ষেতে আঙ্গুর লতার ফল সময়ের
আগে ঝরে পড়বে না,” বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। 12 “সব জাতি তোমাদেরকে ধন্য বলবে, কারণ তোমাদের দেশ আনন্দদায়ক হবে,”
বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। 13 “তোমরা আমার বিরুদ্ধে কঠিন কথা বলেছ,” সদাপ্রভু বলেন “কিন্তু তোমরা বলছো, ‘আমরা তোমার বিরুদ্ধে
কি বলেছি?’ 14 তোমরা বলেছ, ‘ঈশ্বরের সেবা করা বৃথা। তাঁর আইন-কানুন অনুসারে কাজ করাতে এবং শোক প্রকাশ করে বাহিনীগণের
সদাপ্রভুর সামনে চলাফেরা করাতে আমাদের কি লাভ হল? 15 এখন আমরা অহংকারী লোকদের ধন্য বলছি; হ্যাঁ, দুষ্টলোকেরা শুধু উন্নতিই
করছে না, তারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করেও রক্ষা পাচ্ছে’।” 16 তখন যারা সদাপ্রভুকে ভয় করত, তারা একে অন্যের সঙ্গে আলাপ করল এবং
সদাপ্রভু মনোযোগ দিলেন ও তা শুনলেন। যারা সদাপ্রভুকে ভয় করত ও সম্মান করত, তাদের মনে করবার জন্য একটা বই লেখা হল। 17
বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, “আমার অধিকারের সম্পদ,” আমার কাজ করার দিনে তারা আমার নিজের হবে; কোনো মানুষ যেমন নিজের
সেবাকারী ছেলেকে মমতা করে, আমি তাদের তেমনি মমতা করবো। 18 এবং আবার তোমরা, ধার্মিক ও অধার্মিকদের মধ্যে এবং যে ঈশ্বরের
সেবা করে ও যে তাঁর সেবা করে না তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাবে।

Chapter 4

1 “দেখ, সে দিন আসছে, তা চুল্লীর আগুনের মত জ্বলবে, অহংকারীরা ও অন্যায়কারীরা সব খড়ের মত হবে; আর সেদিন আসছে, তা
তাদেরকে পুড়িয়ে দেবে,” বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন, “সেদিন তাদের শিকড় বা একটা শাখাও বাকী রাখবে না। 2 কিন্তু তোমরা যারা আমার
নাম ভয় করে থাক, তোমাদের উপরে ধার্মিকতার সূর্য উঠবে, যার ডানায় থাকবে সুস্থতা। তোমরা বের হওয়া গোশালার বাছুরের মত লাফাবে। 3
তোমরা দুষ্ট লোকদের পায়ে মাড়াবে, কারণ আমার কাজ করবার দিনে তারা তোমাদের পায়ের তলায় পড়া ছাইয়ের মত হবে,” বাহিনীগণের
সদাপ্রভু বলেন। 4 তোমরা আমার দাস মোশির নিয়ম মনে কর, আমি তাকে হোরেবে সমস্ত ইস্রায়েলের জন্য সেই নিয়ম ও শাসনের আদেশ
দিয়েছিলাম। 5 দেখ, সদাপ্রভুর সেই মহান ও ভয়ংকর দিন আসার আগে আমি তোমাদের কাছে এলিয় ভাববাদীকে পাঠিয়ে দেব। 6 তিনি
সন্তানদের দিকে বাবাদের হৃদয় ও বাবাদের দিকে সন্তানদের হৃদয় ফেরাবে, যেন আমি এসে পৃথিবীকে অভিশাপে আঘাত না করি।